"আমিরুল মু'মিনিন খালিফাতুল মুসলিমিন শায়খ আবু বকর আল হোসেইনী আল কোরাইশী আল বাগদাদী (হাফিদাহুল্লাহ)"

খালিফাহকে বাইয়াহ দিবেন কেন ?

প্রচারে: মুসলীম সেনাপতি আবু সুফিয়ান

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هِيَ إِعْطَاءُ الْعَهْدِ مِنَ الْمُبَايِعِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فِيْ الْمَنْشَطِ وَالْمُكْرَهِ وَالْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَدَمِ مُنَازَعَتِهِ الْأَمْرِ وَتَفْوِيْضِ الْأُمُوْرِ إِلَيْهِ

বাইআ'ত অর্থ হচ্ছে: ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সুখে-দুঃখে সচ্ছল-অসচ্ছল সর্ব অবস্থায় নাফরমানী ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের কথা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা তার নির্দেশের বিরোধিতা না করা ও তার সকল কার্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গিকার প্রদান করা।

ইমামাতুল উজমা ইনদা আহলিস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ্ পৃঃ ১৯৯।

بَيْعَةُ إِمَامِ الْمُسْلِمِيْنَ , وَاجِبَةٌ عَلَيْ كُلِّ مُسْلِمٍ, لَاْ يَسَعُ لِأَحَدٍ اَلتَّنَصُّلُ مِنْهَا أَوِ الْخُرُوْجِ عَلَيْهَا الْبَتَّةَ.

ইমামূল মুসলিমীনের কাছে বাইআ'ত দেয়া প্রত্যেক মুসলিমদের উপর ওয়াজীব। এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা বা বিদ্রোহ করার সুযোগ কারো নেই।

আল-াহর রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম ইরশাদ করেন:

عن عبدالله بن عمر قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থ: হযরত আব্দুল-াহ ইবনে ওমর রা. বলেন, আমি শুনেছি রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি শাসক বা ইমামের আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিলো, কিয়ামতের দিন সে আল-াহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার কাছে (ওযর-আপত্তির) প্রমাণ থাকবে না। আর যেই ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে ইমাম (শাসক)-এর আনুগত্যের বায়আ'ত করে নি, সে জাহেলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করলো। মুসলিম হা: নং ১৮৫১, আবু আওয়ানাহ ৭১৫৩, বাইহাক্বী ১৬৩৮৯, জামেউল আহাদীস ২২১৪৮

عن ابن عمر قال سمعت رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: مَنْ مَاتَ وَلَاْ بَيْعَةَ عَلَيْهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةٍ

অর্থ: ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি রাসূল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম কে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি বাইআ'ত বিহীন মারা গেল সে জাহেলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল। তাবরানী ১/৭৯ নং ২২৫, জামেউল আহাদীস ২৩৯৩৮, কানযুল উম্মাল ৪৬২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ ». قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ « فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

অর্থঃ রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম বলেন, বনী ইসরাইল এর নবীগন তাদের উম্মত কে শাসন করতেন। যখন কোন একজন নবী ইন্তেকাল করতেন তখন অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই, তবে অনেক খলিফা হবে। সাহাবাগন আরজ করলেন ইয়া রাসুলাল-াহ আমাদের কে কি নির্দেশ করছেন? তিনি বললেন তোমরা একের পর এক তাদের বাইআ'তের হক আদায় করবে। তোমাদের উপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিশ্চয়ই আল-াহ তায়ালা তাদের জিজ্ঞাসা করবেন ঐ সকল বিষয় সমন্ধে যে সবের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পন করা হয়েছিল।" সহীহ বুখারী-৩৪৫৫,৩২১০ মুসলিম ৪৮৭৯

لِمَنْ تَكُوْنُ لَهُ الْبَيْعَةُ

বাইআ'ত গ্রহণ করবে কে?

اَلْبَيْعَةُ لَاْ تَكُوْنُ إِلَّاْ لِوَلِيِّ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ يُبَايِعُهُ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ ، وَهُمْ الْعُلَمَاءُ وَالْفُضَلَاءُ وَوُجُوْهُ النَّاسِ ، فَإِذَا بَايَعُوْهُ ثَبَتَتْ وَلَايَتُهُ ، وَلَاْ يَجِبُ عَلَىْ عَامَّةِ النَّاسِ أَنْ يُبَايِعُوْهُ بِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَلْتَزِمُوْا طَاعَتَهُ فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَىْ

বাইআ'ত নেওয়ার অধিকার একমাত্র মুসলিম খলিফার। তার কাছে জ্ঞানী ব্যক্তিরা বাইআ'ত দিবে। তারা হচ্ছে উলামা এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। যখন তারা আমীরের কাছে বাইআ'ত দিবে তখন আমীরের কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে। প্রত্যেক জনসাধারণ আমীরের কাছে আলাদাভাবে বাইআ'ত দেয়া ওয়াজীব নয়। বরং তাদের জন্য ওয়াজীব হচ্ছে আমীরের আনুগত্যকে অত্যাবশ্যকীয় করে নেওয়া আল-াহর নাফরমানী ছাড়া। বাইআতু জামাআতিত্ তাওহীদ ওয়াল জিহাদ।

ইতিহাসের পাতা থেকে কিছু কথা

রাসুল সাল-াল-াহু আলাইহি ওয়া সাল-াম এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তারা কেউ নিজের পক্ষে বাইআ'ত নেন নাই। তেমনি ভাবে মুসলিম জাতির খিলাফত ব্যবস্থা চলাকালীন সময়ে সাহাবায়ে কিরামগণ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। তারাও কেউ বাইআ'ত নেন নাই। ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফী রহ., ইমাম আহমদ ইবনে হম্বল রহ., ইমাম বুখারী রহ., ইমাম মুসলিম রহ. সহ কোন ইমাম তার অনুসারীদের থেকে বাইআ'ত নিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ নেই।

ইবনে আবদুল- াহ আবু জায়েদ বলেন:

والخلاصة: أن البيعة في الإسلام واحدة من ذوي الشوكة: أهل الحل والعقد لولي المسلمين وسلطانهم وأن ما دون ذلك من البيعات الطرقية والحزبية في بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة كلها بيعات لا أصل لها في الشرع...

মোট কথা: ইসলামে বাইআ'ত কেবল মাত্র একটাই, আর তা হল খলিফাতুল মুসলিমীন বা ইমামুল মুসলিমীনের জন্য। এছাড়া যত প্রকার বাইআ'ত আছে চাই সে দলীয় বাইআ'ত হোক অথবা তরিকার বাইআ'ত হোক, এগুলোর ইসলামী শরীয়তে কোন ভিত্তি নাই। কোরআনে নাই, হাদীসে নাই, কোন সাহাবীর আমলে নাই, কোন তাবেয়ীর আমলে নাই। সুতরাং এগুলো নিশ্চিত বেদ'আতী বাইআ'ত। আর সকল বিদ'আত গোমরাহী। সুতরাং এজাতীয় কোন বাইআ'ত কেহ দিয়ে থাকলে সে বাইআ'ত ভঙ্গ করা বা রক্ষা না করলে কোন গুনাহ হবে না। বরং এজাতীয় বাইআ'ত রক্ষা করলে গুনাহগার হওয়ার আশংকা আছে। কারণ এর মাধ্যমে উম্মাহকে বিভক্ত করা তাদের মধ্যে ফাটল তৈরি করা, বিভেদ এবং শত্রুতা সৃষ্টি করা হয় যা মারাত্মক অন্যায়। তাই এই বাইআ'ত শরীয়তের আওতাভুক্ত নয়। এট বর্জন করে চলা উচিৎ।[২৭]

আল বাইআতুল আম্মাহ্ ওয়াল খাচ্ছাহ ১৯৬।

ব্যতিক্রম

পূর্বের আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল খলিফাতুল মুসলিমীন বা ইমামুল মুসলিমীন ছাড়া অন্য কারো জন্য বাইআ'ত নেয়ার কোন সুযোগ নেই।

আল্লাহ্ সুব. তালা যেন আমাদের বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করেন

"আমিন"

প্রচারে: মুসলীম সেনাপতি আবু সুফিয়ান।